অনন্যা বঙ্গ নারী

আত্মবিকাশ সাহিত্য পত্রিকা

অনন্যা বঙ্গ নারী

সঙ্কলক ও সম্পাদক
শিবেন্দু শেখর চক্রবর্তী

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ
আত্মবিকাশ সাহিত্য পত্রিকা
ই-পি- ৬৫, ১ নং পল্লীশ্রী কলোনি, পাতিপুকুর,
কলকাতা-৭০০০৪৮
Mobile : 96745 74160 / 9830426282

অনন্যা বঙ্গনারী
Anannya Banganari

Published By :
Atmabikash Sahitya Patrika

প্রকাশক :
শিবেন্দু শেখর চক্রবর্তী
সম্পাদক, আত্মবিকাশ সাহিত্য পত্রিকা

প্রথম প্রকাশ :
শুভ মহালয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২

অক্ষরবিন্যাস / মুদ্রক :
প্রতিমা প্রিন্টকো, ৯৮৩১১ ৬৭৪৯৭

প্রচ্ছদ :
সোমা সেন

মূল্য : ৬০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :
পাতিরাম / ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (2, Surya Sen Street, Kol - 9) / মনীষা / ধ্যানবিন্দু, দে বুক স্টোর / দেজ পাবলিশিং / বই-চিত্র

সূচিপত্র

১. অর্চনা শর্মা / মানস প্রতিম দাস ১৭

২. রূপালী আকাশের নক্ষত্র—অরুন্ধতী / মীনাক্ষী সিনহা ২২

৩. অনুরূপা দেবী ঃ জীবন ও সাহিত্য / ড. সোমা দত্ত ২৫

৪. বিজ্ঞানী অসীমা চ্যাটার্জী / অপরাজিত বসু ৩১

৫. অবলা বসু ও নারী শিক্ষা সমিতি / দময়ন্তী দাশগুপ্ত ৩৭

৬. অরুণা আসফ আলি ঃ এক বহুমাত্রিক রাজনৈতিক নেত্রী / ড. সুস্নাত দাস ৪১

৭. আরতি সাহা / জি.সি দাস ৪৬

৮. বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় আশালতা সিংহ / জয়ন্তী সাহা (রায়) ৫১

৯. স্বয়ংসম্পূর্ণা আশাপূর্ণা / সাবর্ণী চট্টোপাধ্যায় ৬১

১০. ইলা মিত্র ও নাচোলের কৃষক সংগ্রাম / অর্কপ্রভ সেনগুপ্ত ৬৮

১১. কৈলাসবাসিনী দেবী (গুপ্ত) ঃ এক বিস্মৃত ইতিহাস / অর্ঘ্য চ্যাটার্জী ৭৪

১২. কাদম্বিনী ঃ একটি সংগ্রামের নাম / অধ্যাপক ড. সুজাতা সেন ৮৫

১৩. ফিরে দেখা ঃ কবি কামিনী রায় / শীতল চৌধুরী ৯৭

১৪. সবাক যুগের শুরুর প্রথম তারকা নায়িকা গায়িকা কানন দেবী / ড. শংকর ঘোষ ১০৭

১৫. পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না ঃ কুসুম কুমারী দাশ / সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় ১১২

১৬. রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ঃ শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় / শ্যামশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৪

১৭. কবিতা সিংহ ঃ একটি প্রতিবাদের নাম / স্বস্তি মণ্ডল ১৩১

১৮. গৌরী আইয়ুব ঃ এক অনন্য প্রতিভা / শর্মিষ্ঠা রায় ১৩৮

১৯. কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী / ড. হুসনে বানু ১৪৭

২০. চিত্রশিল্পী চিত্রনিভা চৌধুরী / প্রশান্ত দাঁ ১৫৮

২১. জ্যোর্তিময়ী দেবী ঃ নারী চেতনার উন্মেষ / ড. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৫

২২. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ঃ অন্ধকারে উৎসারিত আলো / পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ১৭৫

২৩. তৃপ্তি মিত্র / সুমেধা দাস ১৯০

২৪. ভিন বাগিচায় বিকশিত অসামান্য প্রতিভাময়ী বঙ্গললনা কবি তরু দত্ত / অরূপ রায় ১৯৪
২৫. প্রতিমা দেবী ঃ রবি ঠাকুরের এক নিখুঁত নির্মাণ / সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১
২৬. প্রিয়ংবদা দেবী ঃ শতবর্ষে স্মরণীয় / জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায় ২১২
২৭. প্রতিভা বসুর গল্পের ক'টি দিক / বর্ণালী ঘোষ দস্তিদার ২১৭
২৮. সারস্বত নারী ব্যক্তিত্ব ঃ প্রভাবতী দেবী সরস্বতী / অবশেষ দাস ২২৪
২৯. উজ্জ্বল এক স্মৃতি লেখা ঃ বীনা দে / অঞ্জন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৪
৩০. অচর্চিত বাণী রায় / ড. আশীস কুমার সাউ ২৩৭
৩১. নটী বিনোদিনী ও তাঁর জীবনবোধ / শ্রীমতী মুখার্জী ২৪৭
৩২. নির্মল কুমারী মহলানবিশ-স্বতন্ত্র গৌরবে ভাস্বর / সুচরিতা সামন্ত ২৫৪
৩৩. নটী বিনোদিনী ঃ জীবন ও সময় / নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৩
৩৪. নবনীতা দেবসেন ঃ অক্ষরে অক্ষরে / ড. কুমকুম চট্টোপাধ্যায় ২৭৫
৩৫. বেলা-মাধুরীলতা (১৮৮৬-১৯১৮) / শ্যামলী বসু ২৮৪
৩৬. আদিবাসীর মা মহাশ্বেতা দেবী ঃ জীবনে ও সাহিত্যে /ডঃ অর্ধেন্দু সরকার ২৮৯
৩৭. অসামান্য মৈত্রেয়ী দেবী / চন্দনা সাহা ও হিরন্ময় সাহা ২৯৭
৩৮. অবসান হোক ফ্যালোসেন্ট্রিক পাপের / ঋতম মুখোপাধ্যায় ৩০১
৩৯. শান্তিনিকেতনের রানীদি / অভ্র ঘোষ ৩১০
৪০. মহীয়সী নারী রানী রাসমণি / জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৩১৬
৪১. রোকেয়া এক অনন্য ব্যক্তিত্ব / দুলালী ইসলাম ৩২৪
৪২. সকলের লীলা মজুমদার / শিবেন্দু শেখর চক্রবর্তী ৩২৯
৪৩. মানব জীবন পুরে খুঁজি তার পদচিহ্ন লেশা / রাজু লায়েক ৩৩৯
৪৪. রমা চৌধুরীর সুফিচর্চা / সন্দীপ পাল ৩৫৪
৪৫. রুমা গুহ ঠাকুরতা / শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায় ৩৬৯
৪৬. ব্যতিক্রমী নারী রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা / শিবশক্তি শীট ৩৭২
৪৭. আমার শোভা দি / কমল সাহা ৩৮৪
৪৮. শিশু সাহিত্যের অঙ্গনে ভগিনী চতুষ্টয় / ব্রততী চক্রবর্তী ৪০১

সারস্বত নারীব্যক্তিত্ব ঃ প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

অবশেষ দাস

বাঙালি নারীর জীবন-সংগ্রামের ইতিহাস পুণ্যতোয়া গঙ্গার মত প্রশস্ত। ত্যাগ-তিতিক্ষায় অগ্নিশুদ্ধ সেই ইতিহাস। দীর্ঘ তিনশ বছরের ইতিহাস পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে নারী জীবন মন্থন করে যে অমৃত ও গরল উঠে এসেছে, তার ঈশাণ কোণে বসে গরলের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি, কেবলই অমৃত পাওয়া গেছে। নারীর আদর্শ, দূরদৃষ্টি ও সহায়শক্তি বাংলার অমৃতকুম্ভকে কয়েক আলোকবর্ষ পথ দেখিয়েছে। নারীশক্তি কেবলমাত্র বাংলা নয় গোটা ভারতবর্ষকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মকে নতুন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য প্রাণিত করেছে। নারী জীবনের প্রথাগত ইতিহাস বদলে দিয়ে একদল বাঙালি নারী গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস রচনার উপাদান হয়ে উঠেছে। নারী কেবল রান্নাঘরের বাসিন্দা নয়, বংশরক্ষার গৃহপালিত কবচ নয়, সেও একজন পূর্ণসত্তা বহনকারী সচেতন মানুষ, সে আপন জ্ঞান ও সচেতন নিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে বারবার প্রমাণ করেছে। তার আত্মার জাগরণ সুদূর অতীত থেকে শুরু হলেও বাস্তবে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনেক বিলম্বে হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারতে নারীর নবজাগরণের বৃত্তান্ত নিছক কাহিনী ছিল না। বরং সেই বৃত্তান্তের কক্ষপাত ধরে আধুনিক ভারতবর্ষে নারীজাগরণের ইতিহাস ক্রমশ আলোর দিকে এগিয়ে গেছে। নারী আপন হাতের তরবারিতে একের পর এক অচলায়তন ভেঙে দিয়েছে। বাঙালি নারী আত্মপ্রতিষ্ঠার ঐতিহ্যবাহী স্তম্ভ রচনা করেছে, স্বমহিমায়। বাঙালি নারীর এই উত্থান উল্কার বেগে হয়েছে, বলা যায় না। বরং সেই উত্থানের বিস্তীর্ণ পথে অজস্র প্রতিবন্ধকতা ছিল। আজও বাঙালি নারীর জীবন-সংগ্রাম অব্যহত, নিরাপদ শূন্য। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন যে বৈদিক যুগে নারী ও পুরুষের মধ্যে অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল না। জীবনের সব বিষয়ে নারীরা পুরুষের

সঙ্গে সমানাধিকার ভোগ করেছে। এমনকি নারীর বেদ পাঠেরও অধিকার ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ যুগে নারীদের সম্মান অক্ষুন্ন ছিল। নারীর মান-মর্যাদা ও অধিকারের চরম সীমা মধ্যযুগে লঙ্ঘিত হয়েছে। মধ্যযুগে শুধু নারী নয়, নারীর জীবন ইতিহাস ও অতীত অধ্যায় সম্পূর্ণ ম্লান হয়ে গেছে। নারী সবকিছুই খুইয়ে পুরুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার পঞ্জিকায় পরিণত হয়েছে, এই মধ্যযুগে। তাহলেও যুগে যুগে রাজনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা ও ধর্ম সব বিষয়ে নারী আপন দক্ষতায় গরিয়ান হয়ে উঠেছে। মহাভারতের দ্রৌপদী কিংবা জনা, জৈনযুগে ভিক্ষুণী সংঘের নেত্রী চন্দনা, সুলতানী ইতিহাসের সাড়া জাগানো নারী ব্যক্তিত্ব রাজিয়া মুঘল আমলের ইতিহাসে পরম শ্রদ্ধেয়া রানী দুর্গাবতী ছাড়াও একাধিক নাম ইতিহাসের পাতায় সগৌরবে বীরাঙ্গনার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। তারপরেও ভারতীয় নারী জীবন সতীদাহ প্রথার অভিশপ্ত গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়েছে। জওহর প্রথা, পর্দা প্রথা, দেবদাসী প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা ভারতীয় নারী জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। বাঙালি নারী জীবন সেই অভিশপ্ত ইতিহাসের বাইরে পড়ে থাকেনি। বরং সেই অভিশাপ কয়েকশো বছর ধরে বাঙালি নারী জীবনকে কাঁটা বিছানো পথের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে বাধ্যও করেছে। জটিল দুর্বোধ্য চক্রব্যূহ অতিক্রম করে বাঙালি নারী জীবন সংগ্রামের ইতিহাসে যে বিজয় পতাকা উড়িয়েছে তার স্বরলিপি সন্ধানে অনেকটা পথ পরিক্রমা করতে হয়। সেই পথ ধরে উঠে আসে, মহিয়সী বাঙালি নারীদের গৌরবগাথা। একটানা তিন শতাব্দী ধরে বিভিন্ন দিকে একাধিক নারী-ব্যক্তিত্ব নক্ষত্রের দীপ্তি নিয়ে হাজির হয়েছে। ইতিহাস অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের কথা লিখে রেখেছে। লিখে চলেছে, আজও। তাহলেও কখনও কখনও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা অনেক নামের ওপর কেমন যেন বিস্মৃতির ধুলো পড়ে যায়। অনালোকিত অরণ্যময় দ্বীপে ইতিহাস প্রসিদ্ধ কত নাম যেন গা ঢাকা দেয়। ইতিহাস তাদের ভোলে না। কিন্তু ইতিহাসের ধারক-বাহকরা কেমন যেন কারও কারও প্রতি মৌনব্রত পালন করে থাকে। ইতিহাসের পাতায় জমে থাকা ধুলো সরিয়ে সেই আলোকিত নামগুলি লোকচক্ষুর সামনে এসে ধরা দিতে কেমন যেন ব্যর্থ হয়। বলাবাহুল্য, তেমনই একটি বিস্মৃতপ্রায় নাম প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। শ্রেষ্ঠ ভারতীয় নারীর ইতিহাসে তিনি অসামান্য এক নারী ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। চলমান সময়-প্রবাহে তাঁকে স্মরণ করিবার যৌক্তিকতা যেমন রয়েছে, তাঁর সম্পর্কে দুকথা বলার সামর্থ্য কুড়োবার জন্যেও বিশেষ গৌরববোধ রয়েছে।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী নাম মনে করতে পারার সামর্থ্য এই মুহূর্তে কাদের আছে তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। অথচ, তিনি নিজের সময়ে একজন স্বনামধন্য সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল ঈর্ষণীয়। অথচ কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় গিয়ে অভিজাত প্রকাশকদের ঘরেও তাঁর একটি বইয়ের মুখ দেখতে পাওয়া দুষ্কর। তাঁর নাম বললে বই বিক্রেতারা মুখটা কাঁচুমাচু করে মুখের ওপর বলে দেবেন, ওই নামে কেউ নেই। কিংবা ওই একই ধরণের কোনো উত্তর পাওয়া যাবে। যা মোটেই সুখকর নয়।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর প্রকৃত নাম প্রভাবতী বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন, আপন মাতুলালয়, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার গোবরডাঙার খাঁটুরা গ্রামে। গভীর সাহিত্যানুরাগে আচ্ছন্ন পরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে প্রভাবতী দেবী সাহিত্যচর্চায় গভীর উৎসাহ পেয়েছিলেন। আইনজীবী বাবা গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা সুশীলাবালা দেবী সবসময় সাহিত্যচর্চায় সন্তানদের উৎসাহ দিতেন। তিনি যেমন সুসাহিত্যিক তেমনি তাঁর বোন হাসিরাশি দেবী ছিলেন সুলেখিকা ও প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। প্রথাগত শিক্ষালাভ নাহলেও ইংরাজি সাহিত্যের গভীর অনুরাগী বাবার কাছ থেকে তিনি ইংরাজি সাহিত্যের বিশেষ পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজি কাব্যের রসাস্বাদন করে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি সাহিত্যের ভিন্ন ধারার ঘরানা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত হয়েছিলেন। এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে তাঁর সাহিত্যচর্চার জগৎ প্রশস্ত ও সমৃদ্ধ হয়েছিল বলে দাবি করা যায়।

একেবারে বালিকা বয়সে গৈপুর গ্রামের বিভূতিভূষণ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁকে সাতপাকে বাঁধা পড়তে হয়। তাঁর এই বিবাহ ছিল বাল্যবিবাহের নিষ্ঠুর ভবিতব্য। তাঁর বিবাহিত জীবন হাতেগোনা প্রহরের মত ক্ষুদ্র ছিল। মায়ের থেকে নিজের জীবনকে প্রচ্ছন্ন করতে তাঁর মন কখনও সায় দেয়নি। শ্বশুর বাড়ির বিরূপ মন্তব্য বালিকা প্রভাবতী মেনে নেননি। স্বেচ্ছায় তিনি বিবাহ বিচ্ছেদ যেন নিজের কপালে লিখে নেন। আর কখনও তিনি স্বামীর ঘরে ফিরে যাননি। তিনি যে লেখাপড়া করতে চাননি এমনটা নয়, কিন্তু বাবার কর্মসূত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে তাঁদের পরিবার অবস্থান করেছে। ফলে কোথাও তিনি স্থায়ী হতে পারেননি। কখনও দিনাজপুর, কখনও বহরমপুর, কখনও বা লামডিং-এ তিনি জীবনের বহু মূল্যবান সময় কাটিয়েছেন। দিনাজপুরে পড়াশোনার জন্য প্রভাবতী স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষায় তাঁর আর উত্তীর্ণ হওয়া হল না। পাঁচবোন

এক ভাইয়ের সংসারে সব প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে লেখাপড়া করবার পূর্ণ তৃষ্ণা তাঁর মিটলো না। কিন্তু সেই আক্ষেপের ঘেরাটোপ অতিক্রম করে তিনি নিজেকে ঘষেমেজে গড়ে তুলেছেন। সকলের চোখের আড়ালে অন্তরের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশে তিনি আত্মমগ্ন হয়েছেন। সাহিত্যচর্চায় পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করেছেন। তিনি কাঙ্খিত লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন। জীবনের শেষ চারদশক তিনি কাটিয়েছিলেন কলকাতা শহরে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে গলব্লাডারের সমস্যাজনিত কারণে শয্যাশায়ী হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, কোলকাতার পাতিপুকুরে নিজ বাসভবনে।

সকলের চোখের আড়ালে সাহিত্যচর্চা জানাজানি হতে বিলম্ব হয়নি। সেজন্য তিনি যে ব্যঙ্গ ও কটুক্তির মখোমুখি হয়েছিলেন তেমনটা নয়। বাবা ও মায়ের কাছ থেকে সবসময় তিনি প্রবল উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। পাশাপাশি অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবীর লেখাও তাঁর অনুপ্রেরণা। মাত্র এগারো বছর বয়সে 'তত্ত্বমঞ্জুরী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংদেবকে নিয়ে লেখা একটি অসামান্য পদ্য 'গুরুবন্দনা'। তারপর একে একে বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর অসামান্য সৃজনে প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আকাশে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে যায়। বিপুল গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা তিনি সমকালের পাঠকদের কাছে পেয়েছিলেন। 'অর্চনা' পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল, তাঁর প্রথম গল্প 'টমি'। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অম্বা' (১৯২২) প্রকাশ পায়। অত্যন্ত প্রশংসা ধন্য হয়। জলধর সেনের সম্পাদনায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম ধারাবাহিক উপন্যাস 'বিজিতা' (১৯২৩) প্রকাশিত হবার পর বাংলা সাহিত্য মহলে সাড়া পড়ে যায়। এই উপন্যাস অবলম্বনে বাংলা (ছায়াছবি : ভাঙাগড়া), হিন্দি (ছায়াছবি : ভাবি) ও মালায়লম (ছায়াছবি : কুলদেবম্) ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মিত হয়।

রমাদেবীর আন্তরিকতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে তাঁর যাতায়াত শুরু হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ গড়ে ওঠে। প্রভাবতী দেবী 'মাটির দেবতা' নামে যে উপন্যাসটি লিখেছিলেন, প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা ও উৎসাহ ছিল বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী বোন হাসিরাশি দেবীকে ঠাকুরবাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুন ও প্রতিভার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নাম

রেখেছিলেন চিত্রলেখা। আসলে লেখা এবং আঁকা দুটোতেই হাসিরাশি দেবী ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

প্রভাবতী দেবীর সারস্বত প্রতিভার ব্যাপক ও বহুল বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায়, তাঁর লেখনিশক্তির মধ্যে দিয়ে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল—'প্রতীক্ষা', 'ব্রতচারিণী', 'দানের মর্যাদা', 'ঘরের লক্ষ্মী', 'পথের শেষে', 'স্নেহের মূল্য', 'আশীর্বাদ', 'প্রিয়ার রূপ', 'সোনার প্রতিমা', 'সহধর্মিণী', 'প্রেম ও পূজা', 'আয়ুষ্মতী', 'দূরের আকাশ', 'বিসর্জন', 'বোধন', 'সোনার সংসার', 'আটলান্টিকের তীরে', 'মুখর অতীত', 'আসামের জঙ্গল' 'ঘূর্ণি হাওয়া', 'বিধবার কথা', 'তরুণের অভিযান', 'মহিয়সী নারী', 'ব্যথিতা ধরিত্রী' প্রভৃতি। এই সঙ্গে তিনি প্রথিতযশা বিভিন্ন পত্রিকায় অজস্র ছোটগল্প লিখেছিলেন। তাঁর সাহিত্যচর্চার পটভূমিতে 'কল্লোল', 'বাঁশরী', 'উপাসনা', 'উদ্বোধন', 'সারথী', 'সম্মিলনী', 'মোহম্মদী', প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার নাম অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলি হল, 'শুভা', 'সাগর পারের চিঠি', 'হারানো স্মৃতি', 'পাঁকের ফুল', 'শেষের দিকে', 'অপরাধিনী', 'লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা', 'আশ্রয়' ইত্যাদি।

পাশাপাশি ছোটদের জন্যেও তাঁর কলম থেমে থাকেনি। তিনি কৃষ্ণা রোমাঞ্চ সিরিজ রচনা করেন। এই সিরিজের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল, 'কারাগারে কৃষ্ণা', 'কৃষ্ণার অভিজ্ঞান', 'কৃষ্ণার পরিচয়', 'মায়াবী ও কৃষ্ণা', 'কৃষ্ণার জয়যাত্রা' ইত্যাদি। এছাড়া 'ইস্টার ন্যাশনাল সার্কাস', 'রহস্যময়ী শিখা', 'শিখার স্বপ্ন', 'শিখা ও রাজকন্যা' ইত্যাদি।

সমকালে ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কাহিনী অবলম্বনে একের পর এক চলচ্চিত্র তৈরি হয়। ব্যাপক সাফল্যের মুখ দেখে সেই চলচ্চিত্র। তাঁর যে সমস্ত উপন্যাস চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের ব্যাপক সামাদর কুড়োয়, সেগুলো হল—'সহধর্মিণী', 'ঘূর্ণি হাওয়া', 'রাঙা বৌ', 'বাংলার মেয়ে', 'জননী' প্রভৃতি। বিশ্বরূপা থিয়েটারে (নাট্যনিকেতন) ঐতিহাসিক সাফল্য লাভ করেছিল 'পথের শেষে' নাটকটি। এমনকি গীতিকার হিসেবেও তিনি অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

'পল্লীসখা' নামে একটি পত্রিকায় প্রভাবতী দেবী সরস্বতী একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হল,—"মেয়েদের শাসন আমাদের দেশে বড়ই কড়া। তাহাদের অতি শিশুকাল হইতেই কঠোর শাসনের তলে থাকিতে হয়। যে সময়টা বিকাশের, সে সময়টা তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখা

হয়। .....অন্য দেশে যে সময়টা বালিকাকাল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, আমাদের দেশের মেয়েরা সে সময়ে গৃহের বধূ, অনেক সময়ে সন্তানের মা।" তাঁর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিত ধরে উপলব্ধি করা যায় নিজের জীবন নিয়ে তাঁর গভীর আক্ষেপ রয়েছে। কিংবা প্রত্যাশা মত জীবনকে গড়ে তুলতে না পারার বেদনা তাঁর অন্তরকে বারবার ব্যথিত করেছে। একথা অনস্বীকার্য যে, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী বিদ্যাচর্চার সঙ্গে আজীবন সম্পর্ক রেখেছিলেন। তাঁর লেখালেখির মধ্যে নারী জীবনের লড়াইয়ের বর্ণপরিচয় যেমন আল্পনার মত আঁকা হয়েছে, তেমন মেয়েদের আত্মকেন্দ্রিক যন্ত্রণার অধ্যায়টিও অতি সকরুণ ভাবে উঠে এসেছে। লেখালেখির পাশাপাশি তাঁর কর্মজীবন কোনোভাবেই উপেক্ষার পাত্র নয়। কেননা, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্ম গার্লস ট্রেনিং কলেজ থেকে তিনি টিচার্স ট্রেনিং সার্টিফিকেট লাভ করেন। এবং ওই প্রতিষ্ঠানে সুনামের সঙ্গে শিক্ষাকতা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী রমাদেবীর আন্তরিক উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় বাগবাজারে সাবিত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কর্পোরেশন স্কুলেও তিনি কর্মজীবনকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। কর্মজীবন ও সাহিত্যচর্চার সংযোগে তিনি কলকাতায় দীর্ঘ সময় থাকলেও গভীর শিকড়ের টানে খাঁটুরার সঙ্গে যোগাযোগ তিনি কখনও ছিন্ন করেননি। খাঁটুরার বঙ্গবালিকা বিদ্যালয়কে তিনি আপন চেষ্টায় মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে নতুন জীবন দান করেছিলেন। তিনি সমাজসেবার মধ্যেও নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির শাখা কেন্দ্রে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে এই সমিতির দায়-দায়িত্ব পালন সম্পর্কে অত্যন্ত ইতিবাচক তথ্য উঠে আসে। তেতাল্লিশের মন্বন্তরে কৃষক সভার ত্রাণ কার্যে তাঁর অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা ছিল। সারাজীবন ধরে বাংলা সাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্য তিনি নানাভাবে সম্মানিত হয়েছেন। একাধিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে নদীয়া-নবদ্বীপের বিদ্বজনসভা (পণ্ডিত সমাজ) প্রভাবতী বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত তিনি 'লীলা পুরস্কার' লাভ করেন। সেই সময়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র প্রমুখের নামে লেখালেখির জগতে আরও লেখক আত্মপ্রকাশ করেন। ফলে বিভ্রাট শুরু হয়। বিভ্রাটটি হল এই যে, একই নামে একাধিক লেখকের আবির্ভাবের ফলে পাঠকমহলে সংশয় তৈরি হয়। আদি লেখকের সঙ্গে নবাগত লেখকের আবির্ভাবে একটা বিপদ

বাধে। সংশয়ের কুয়াশা সরিয়ে পাঠককে এগোতে হয়। একইভাবে সাহিত্য জগতে প্রভাবতী দেবীর নাম প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর বাংলা লেখালেখির বাজারে আর এক প্রভাবতী দেবীর আমদানি হয়। জামসেদপুর নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন আদি প্রভাবতী দেবী। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছিলেন, নাম বিভ্রাটের সংশয় ও সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য একটি রাস্তা রয়েছে। প্রভাবতী দেবী যে 'সরস্বতী' উপাধি লাভ করেছে সেই উপাধিটি নিজের নামের সঙ্গে জুড়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সেই অনুরোধ প্রভাবতী দেবী রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে জীবনের সব লেখাতেই তিনি 'সরস্বতী' উপাধিটি নিজের নামের সঙ্গে জুড়ে লিখেছিলেন। তিনি চিরদিনের জন্য প্রভাবতী দেবী সরস্বতী হয়েছিলেন।

গল্প, উপন্যাস, গোয়েন্দা কাহিনী, গান ও কবিতা প্রভৃতি শাখায় তিনি অবাধ বিচরণ করেছেন। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় তিনশ-র বেশি গ্রন্থ রচনা করবার পরও তিনি বাংলা সাহিত্যের চলমান পথে 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র মত স্মরণাতীত। তিনি একেবারে যেন বিস্মিত। এটা কিভাবে সম্ভব হল তাও এক গবেষণার বিষয়। তাঁর লেখায় সামাজিক বিষয়ের প্রতি গভীর মনোযোগ ছিল। হিন্দুধর্মের আদর্শ ও মূল্যবোধ তিনি কখনোই এড়িয়ে যাননি। তাঁর লেখায় বারবার তা মুখ দেখিয়েছে। এমনকি ছোটদের জন্যেও তিনি বড় আন্তরিকভাবে কলম ধরেছিলেন। তারপরেও তিনি যেন বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগত থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। তাঁর জন্মের শতবর্ষ ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত। তাঁর সাহিত্য সাধনার শতবর্ষটিও ইতিমধ্যে আমরা পেরিয়ে এসেছি। তারপরেও বাঙালি জাতির দীর্ঘ নীরবতা অন্তরকে গভীরভাবে ব্যথিত করে। আজকাল স্বল্পকাল সাহিত্যচর্চা করে অনেকেই অমরত্বের আস্ফালনে বাজি ফাটায়। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর এই ট্র্যাজিক পরিণতি দেখলে অনেকের সুনিশ্চিত শিক্ষা হবে। এটাও ঠিক যে ট্র্যাজিক পরিণতির মূল যন্ত্রণা লেখিকার নয় আত্মঘাতী বাঙালি জাতির আত্মহননের এটাও একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি শুধু একজন অসামান্য লেখিকা নন, তিনি একজন সমাজ সংস্কারকও বটে। বিংশ শতাব্দীর শৈশব লগ্নে জন্মেও তিনি যে মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন তা কখনও উপেক্ষার নয়। সবচেয়ে বড় কথা। তিনি একজন মহিলা লেখিকা। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘ্রাণ তখনও বাংলার সমাজ জীবন থেকে মুছে যায়নি। কত বাধা ও প্রশ্নকে অতিক্রম করে তিনি আপন জীবনের বিজয় পতাকা উড়িয়েছিলেন তা উপলব্ধি করতে খুব

একটা অসুবিধা হয় না। ফলে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী হারিয়ে গিয়েছেন একথা একেবারেই বলা যায় না। তার পরিবর্তে খুব সচেতনভাবে বলতে হয়, বাঙালি জাতি তার গৌরবের ইতিহাস বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লিখতে যেমন ব্যর্থ, একইভাবে গৌরবময় ইতিহাসের দরজায় প্রদীপ জ্বালাতেও তেমন ব্যর্থ। একজন অসামান্য নারীর লড়াকু জীবনের সোনার ফসল আমরা মর্যাদার সঙ্গে সযত্নে লালন করতে কতখানি ব্যর্থ তা হয়তো ভবিষ্যত প্রজন্ম জরিপ করতে সক্ষম হবে বলে মনে করি।

সাহিত্যিক প্রভাবতী দেবী সরস্বতী লোকান্তরিত হবার পর (১৯৭২ সালে ১৪ মে) ঠিক পরের দিন তাঁর সম্পর্কে যুগান্তর পত্রিকায় লেখা একটি অভিমত তুলে দেওয়া হল, "সে যুগের জনপ্রিয় সাহিত্যিক শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী আজ দুপুর আড়াইটের সময় তাঁর পাতিপুকুরের বাসভবনে পরলোকগমন করেন।"

'জনপ্রিয়' শব্দটা এখানে খুবই লক্ষণীয়। কেননা, তাঁর বইয়ের ভেতরে একেবারে গোড়াতেই তাঁর সাক্ষর করা একটি বক্তব্য পাঠকদের উদ্দেশ্যে পরিবেশিত হত। সেই বক্তব্যটি হল, "ইদানীংকালে বাজারে আমার নাম নকল করিয়া বহু উপন্যাস ও অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ আমাকে জানাইতেছেন। পাঠক-পাঠিকা, প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষকগণের অবগতির জন্য তাঁহাদের আমি জানাইতেছি, আমার লিখিত লিখিত উপন্যাস ও অন্যান্য রচনাদিতে আমার নাম সহি করা থাকিবে। যাহাতে তাঁহারা সতর্ক হইতে পারিবেন।" ফলে সমকালে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়।

সাহিত্যিক প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সম্পর্কে বিভিন্ন বিশিষ্টজনদের মতামত পাওয়া যায়। যা উল্লেখ করবার যৌক্তিকতা আছে বলে মনে করি। বাংলা কথা সাহিত্যের এক অসামান্য নক্ষত্র মহাশ্বেতা দেবী জানিয়েছেন, পুরানো যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী একজন অগ্রগণ্য সাহিত্যিক ছিলেন। বেশি বয়সের কারণে অনেককিছু মনে রাখা তাঁর সামর্থ্যের বাইরে বলে স্বীকার করেছেন। তাহলেও মহাশ্বেতা দেবী ৮৯ বছর বয়সে প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর লেখা 'বিজিতা' উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে যে 'ভাবী' সিনেমা দেখেছিলেন, সেকথা বলতে ভোলেনি।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর বহুমুখী প্রতিভার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, উপন্যাস লেখার পাশাপাশি ছোটদের জন্যে গোয়েন্দা

ধারাবাহিক রচনা করেছিলেন, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। তাঁর উপন্যাস অবলম্বনে একাধিক চলচ্চিত্র ও নাটক যে তৈরি হয়েছিল, সেকথাও দ্বিধাহীনভাবে তিনি স্বীকার করেছেন। বাংলা ভাষা ছাড়াও অন্য ভাষাতেও প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কাহিনী অবলম্বনে চলচ্চিত্র হয়েছে বলেও লেখক শীর্ষেন্দু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা নিয়েও তিনি সুন্দর ধারণা জ্ঞাপন করেছেন।

শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার জানিয়েছেন, পূজাবার্ষিকীতে প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর বেশ কিছু গল্প তিনি পড়েছিলেন। কিন্তু কিছুই তাঁর মনে নেই। এমনকী কোনো উপন্যাস পড়ার স্মৃতিও তাঁর বেঁচে নেই। প্রভাবতী নামের সঙ্গে 'দেবী' পদবি প্রয়োগের কারণ হিসেবে পবিত্র বাবু জানিয়েছেন, তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বলেই এমন পন্থা অবলম্বন করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আরও কয়েকজনের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। আশাপূর্ণা দেবীকে ব্যতিক্রম বলে তিনি চিহ্নিত করেছেন, 'দেবী' শব্দ (পদবি অর্থে) প্রয়োগের ক্ষেত্রে। পবিত্র বাবু আরও জানিয়েছেন, প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর গল্পে আবেগের প্রাধান্য থাকত। গার্হস্থ্যের আদর্শ ও আত্মদানের নারীর স্বাধীনতার দিকটিও তিনি উল্লেখ করেছেন, তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে। সেইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, প্রভাবতী দেবীর রচনায় মেয়েদের শক্তির একটা অবস্থান থেকে দেখতে পাওয়া যায়। দু-একটা বই পড়ার কথা স্বীকার করলেও এর বেশি কিছু পবিত্র বাবুর আর মনে নেই বলে জানিয়েছেন।

বিশিষ্ট লেখিকা সুদিক্ষণা ঘোষ, সাহিত্যিক প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর শিক্ষাজীবনের দিকটি গোচরে এনেছেন। প্রথাগত শিক্ষা থেকে তিনি দূরে থাকলেও পারিবারিক ভিতের ওপরে দাঁড়িয়ে তিনি যে নিজেকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন, সেকথা উল্লেখ করেছেন, লেখিকা সুদিক্ষণা। তিনি জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন, একথা লেখিকা সুদিক্ষণা জানিয়েছেন কিন্তু প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর রচনার সীমাবদ্ধতার কথা তিনি বলেছেন। সেই সীমাবদ্ধতা হল, বাঙালি পাঠকের শিকল ভাঙার গান শোনানোর প্রস্তুতির অভাব তাঁর রচনায় ছিল বলে দাবি করেছেন। পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতার বিতংস ভেদ করার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা তাঁর ছিল না। লিঙ্গ পরিচয়ের বাইরে তিনি বের হতে পারেননি। পুরুষের গড়া সাহিত্যের বিকল্প কোনও পথ তিনি অনুসন্ধান করেনি। ভাল মা, ভাল স্ত্রীর কনসেপ্টে তিনি চিরকাল আটকে থেকেছেন। এই অভিমত ও সমালোচনা সুদক্ষিণা ঘোষের বক্তব্য থেকে উঠে এসেছে।

সবশেষে বলব, এই সমস্ত মতামত ও বক্তব্যের ভিত্তিতে সাহিত্যিক প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর বিস্মৃতির প্রকৃত কারণ নির্ধারিত করা সম্ভব হয়েছে বলে বিশ্বাস

হয় না। তবে এটাও ঠিক যে, তাঁর রচনার ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অনেকটা ধারণা করা যায়। ভাল মা, ভাল স্ত্রী এই কনসেপ্টে তিনি বোধহয়, বিশ্বাসী ছিলেন না। কারণ তাঁর জীবন সে কথা বলছে। বরং তিনি ছকে বাঁধা কনসেপ্ট ভাঙতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বিশ শতকের প্রথম সকালে জন্মগ্রহণ করেও তিনি একজন কথাসাহিত্যিক হয়েছিলেন। পাশাপাশি মহিলা গোয়েন্দার বিষয়টি বাংলা সাহিত্যে তাঁর হাতেই প্রথম এসেছে। তিনি সমকালে বহু পঠিত ও বহুচর্চিত হলেও গঠনমূলক পঠন ও চর্চা তাঁকে নিয়ে সেভাবে হয়নি। তাঁর একটা দুটো বই পড়ে বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়। বাংলা সাহিত্যে বহু লেখক-লেখিকা আছেন, যাঁদের একাধিক ব্যর্থ রচনা আছে। কিন্তু তারপরেও তাঁরা সফল রচনার অধিকারী হয়েছেন। ফলে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেদিনের পরিস্থিতি অনুধাবন করে একজন মহিলা লেখিকা হিসেবে তিনি যে শ্রম, সময় ও অধ্যাবসায় দিয়ে সাহিত্য চর্চা করে গেছেন, যে পরিমাণ লেখালেখি করে গেছেন তা সমীহ আদায়ের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করি। তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে বিশেষ ভাবনা-চিন্তা করবার আন্তরিক প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। তাঁর বিভিন্ন রচনার দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত হলেও বিপুল পরিমাণ সাহিত্য সৃষ্টির আরও বিভিন্ন দিক আছে, অভিমুখ আছে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্বর ও অভিঘাত আছে। সেগুলো উপেক্ষা করবার সাহস মহাকালের নেই। বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে তাঁকে খুঁজে আনার উদারতা কাউকে দেখাতে হবে বলে বিশ্বাস করি না। কেননা, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী বাংলার নারী সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় একটি নাম। বাংলা সাহিত্যের উজান ধরে চলতে গেলে তাঁর কথাও আন্তরিক ভাবে উচ্চারণ করবার প্রয়োজন আছে বলে দাবি করা যায়। বিস্মৃতির অন্তরালে তিনি একা নন, অনেকেই হাবুডুবু খাচ্ছেন। তারজন্যে তাঁদের সৃষ্টির ব্যর্থতাকে বড় করে দেখা একপ্রকার স্বাস্থ্যকর বোকামি। ওই একটি সহজ ও কমন কারণকে চিহ্নিত না করে গভীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত সত্যে পৌঁছানোর প্রয়োজন আছে বলে কেউ হয়তো চিৎকার করবে না। কিন্তু সেটাই প্রকৃত সত্য।

ঋণ স্বীকার ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা।

রেজিস্টার্ড নং ঃ WBBIL/2009/32349 ISSN 2278-6171

নারীকে আপন ভাগ্যে জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?

সৌজন্যে

টেক্সপ্রো (ইণ্ডিয়া)
প্লট নং-৯, ব্লক-বি, লেকটাউন
কলকাতা-৭০০ ০৮৯
E-mail : texindus@yahoo.com

আত্মবিকাশ ষোড়শ বর্ষ, 'অনন্যা বঙ্গ নারী' সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২২ রেজিস্টার্ড নং-WBBIL/2009/32349 সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীশিবেন্দু শেখর চক্রবর্তী, ই-পি-৬৫, ১নং পল্লীশ্রী কলোনী, পাতিপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৪৮, থেকে প্রকাশিত ও প্রতিমা প্রিন্টকো ৩০৬/২, স্বামীজি সরণী, কলকাতা-৭০০ ০৪৮ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ঃ ৬০০ টাকা মাত্র।

Owner, Printer and Publisher Sri Shibendu Sekhar Chakraborty, Published From E/P-65 No.1 Pallisree Colony, Kolkata-700048 & Printed at Printing at Pratima Printco, 306/2, Swamiji Sarani, Kolkata 700048, Editor : Sri Shibendu Sekhar Chakraborty.

Price : Rs. 600/- only

Phone : 9674574160, 9830426282
E-mail : sayantani.sahoo97@gmail.com